30 First of many firsts
AB Bank 1982-2012

এবি ব্যাংক লিমিটেড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রোড়পত্র

AB Bank
AB Bank Limited

BCIC Bhaban, 30-31 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Phone: +880-2-9560312, Fax: +880-2-9555098, E-mail: info@abbank.com.bd, Website: www.abbank.com.bd

সভাপতি
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)

বাণী

এবি ব্যাংক লিমিটেডের ত্রিশ বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত সকল গ্রাহককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ব্যাংকিং সেক্টরে দীর্ঘ পথচলায় ব্যবসায়ী মহলকে এবি ব্যাংক লি. যে আন্তরিক সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করে এসেছে, সেজন্য দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই এবি ব্যাংক লিমিটেড আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করেছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্মীবাহিনীর তৎপরতায় সবসময় ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শিল্প সম্প্রসারণে ব্যাংকটি ঋণ প্রদানে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা দেশের শিল্প সম্প্রসারণে এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আমি এবি ব্যাংক লিমিটেডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

এ. কে. আজাদ

চেয়ারম্যান
এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স লিমিটেড

বাণী

এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এবি ব্যাংক লিমিটেড তার যাত্রাকালের সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পূর্ণ করেছে। এই শুভলগ্নে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল ব্যাংকটির প্রতি। বেসরকারি খাতের প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে এদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের বিকাশে এবি ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গ্রাহক ও শেয়ার হোল্ডারদের বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকটি জনমনে আস্থার ভিত্তি নির্মাণ করতে পেরেছে। বেসরকারি খাতের ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকটির সাফল্যে আমরাও গৌরব বোধ করি।

সম্মানিত গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থের হেফাজত করা প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান ও একনিষ্ঠ দায়িত্ব। আবার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের সহযাত্রীও হতে হয় ব্যাংককে। এবি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে দীর্ঘদিন ধরে এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমরা দৃঢ় ও আন্তরিকভাবে আশা করি, আগামী দিনগুলোতেও এবি ব্যাংক তার সাফল্য-ধারা ধরে রেখে দেশে ইতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে দেশের বেকারত্ব ঘোচাতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবে।

তিরিশ বছর পূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা এবি ব্যাংক লিমিটেডের সর্বাঙ্গীণ ও উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

মোহাম্মদ নুরুল আমিন

প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এবি ব্যাংক লিমিটেড

বাণী

৩০ বছর পূর্তির এই শুভ মুহূর্তে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাগণকে যাঁরা অত্যন্ত সাহসী, বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়ে এই ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল এবং এই দীর্ঘ পথ চলায় যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়ে এটিকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

এই ৩০ বছর পূর্তিতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহায্য ও সহযোগিতাকে। সেই ১৯৮০-এর দশক থেকে বর্তমান অবধি বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতি চালু করে তার পরিপালন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক- কেন্দ্রীয়ভাবে CIB Cell চালুকরণ, Basel II এবং Core Risk Management Guideline প্রচলন ও বাস্তবায়ন, স্বতন্ত্র Risk Management Unit প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং-এ শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে এবং এর ফলস্বরূপ ব্যাংক পরিচালনায় নতুন দিগন্তের (New Dimension) সূচনা হয়েছে। এ ছাড়া ঋণদানে পরিবেশ ঝুঁকি এবং Green Banking বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের যাত্রা শুরু থেকে আজ অবধি এই সুদীর্ঘ ৩০ বছর আমাদের সুদিনে-দুর্দিনে নানা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে আজকের এই উন্নত অবস্থানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। এজন্য এবি পরিবারের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন ও বর্তমান ব্যবস্থাপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা করছি অতীতের মতো আগামী দিনেও বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের মাথার উপরে ছায়ার মতো কাজ করে আমাদের আগামীর চলার পথকে মসৃণ ও গতিশীল করবে।

৩০ বছর পূর্তির এই শুভ মুহূর্তে আমরা আরও অভিনন্দন জানাই সকলকে- যাদের বিন্দু বিন্দু শ্রমের বিনিময়ে আজকের এই এবি ব্যাংক পরিবার, জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাহক, আমানতকারী, অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যাংকের অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের এই পথচলায় যখন আমরা পেছন ফিরে তাকাই, সেখানে দেখতে পাই অজস্র শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতা ও বিশ্বাস, গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডারদের আস্থা এবং আমানতকারীদের ভরসা।

এবি ব্যাংক সবসময় দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা ও শিল্পের বিকাশে দেশের প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের পাশে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে দাঁড়িয়েছে। শতভাগ প্রচেষ্টা ছিল বিশ্বাস অর্জনের এবং আধুনিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের। ত্রিশ বছর পর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই, "এবি পরিবার" সে ভরসার কেন্দ্র সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য ব্যাংকের প্রতিটি সদস্যের মতো আমিও গর্ববোধ করি। সেইসঙ্গে এটাও ভুলে যেতে চাই না যে, এই অর্জন যেন আমাদের অর্জিত গতিকে আত্মসন্তুষ্টির কারণে শ্লথ করে না দেয় বরং আরো দায়িত্ববান ও গতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।

ব্যাংক পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। গ্রাহকদের নতুন নতুন সেবা দেয়ার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন করতে হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সমুদয় নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করতে হয়। তদুপরি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকেও সুদক্ষ ও জবাবদিহির আওতায় রাখতে হয়। বিশ্বায়নের ফলে ব্যাংক-এর পরিচালনার পরিধির ব্যাপ্তি অনেক প্রসারিত হয়েছে। সবার উপরে একটি আধুনিক ব্যাংককে শেয়ার হোল্ডারদের পুঁজির (Equity) ক্ষয়রোধ (Capital Erosion), তাঁদের পুঁজির যথোপযুক্ত রিটার্ন (Desired Dividend), তাঁদের পুঁজির কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি (Increase of owners equity) এবং জনগণের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায়, ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Credit Risk Management) ছাড়াও আরও বিভিন্ন ঝুঁকির উদ্ভব হয়েছে, তাই ব্যাংককে সেসব ঝুঁকি তথা Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, Liquidity Risk, IT Risk, Asset-Liability Risk, Operation Risk, Money Laundering I Terrorism Finance Risk, Human Resource Risk I Environment Risk মোকাবেলা ও এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হয়।

এইসব ঝুঁকি সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ, নিবেদিত ও সৎ মানবসম্পদের প্রয়োজন। এবি ব্যাংক তার নিবেদিত কর্মীবাহিনীকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করে এসব ঝুঁকির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছে।

যেহেতু একটি ব্যাংক বিভিন্ন রকম আর্থিক সেবা দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ফলে ব্যাংকের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবি ব্যাংক তৈরি পোশাক রফতানি, জাহাজনির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, ইস্পাত তৈরি এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ঋণসহায়তা দিয়ে এসব খাত বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যাংকিংসেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবি ব্যাংক সারাদেশে ৮৫টি এবং বিদেশে ১টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া হংকংয়ে আলাদা ফিন্যান্সিয়াল হাউজ (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি) এবং লন্ডনে 'এবি এক্সচেঞ্জ-ইউকে' নামে এক্সচেঞ্জ হাউজের মধ্য দিয়ে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও পরিচালিত হচ্ছে ব্যাংকের কার্যক্রম।

গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রেও এবি ব্যাংক আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যাংকিং-এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর অংশ হিসাবে দেশজুড়ে দুই শতাধিক 'এটিএম' নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, 'এসএমএস ব্যাংকিং', 'ইন্টারনেট ব্যাংকিং' সুবিধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি খাতে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পবিকাশ এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮২ সালে এবি ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। সেই লক্ষ্য পূরণে এবি ব্যাংক আজও সদাসচেষ্ট। দেশের আজকের অনেক স্বনামধন্য ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা নিয়ে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং অনেক সফল উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তাদের এই সার্থকতায় উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে আমরাও গর্ববোধ করি।

১৯৮৩ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানায় সাধারণ জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এবি ব্যাংক সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে অর্জিত মুনাফা বণ্টনের পথকে প্রসারিত করেছে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যাংকিংসেবা এই ক্ষুদ্র শিল্পউদ্যোক্তাদের ও কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাংকটি ১৪টি গ্রামীণ শাখা স্থাপন করেছে। এসব শাখার মাধ্যমে এবি ব্যাংক এসএমই খাতে মোট ৩০১৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে, যা মোট ঋণের প্রায় ৩৩ শতাংশ, যদিও ব্যাংকিং সেক্টরে এর পরিমাণ ২০ শতাংশ। এটা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি এবি ব্যাংকের প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি ব্যাংকটি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, তাই ব্যাংকটি অত্যন্ত সচেতনভাবে পালন করে থাকে তার এই দায়িত্ব। দেশের খেলাধুলা, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে আগ্রহের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবি ব্যাংক।

ত্রিশ বছর পূর্তির এই শুভলগ্নে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক, আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডরদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পরিশেষে, আগামীতে আমাদের চলার পথে বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যে চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তা মোকাবেলা করে গ্রাহক, আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষা ও নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হতে চাই এবং "সবার জন্য ব্যাংকিং" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের গ্রাহকসেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

AB Bank

এম.ফজলুর রহমান

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকস (বিএবি)

বাণী

এবি ব্যাংক লিমিটেডকে শুভেচ্ছা। ত্রিশ বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের আর সবার মতো আমরাও আনন্দিত। এবি ব্যাংকের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যা কিছু অর্জন তা আমাদেরকেও সমানভাবে গৌরবান্বিত করে।

সম্মানিত গ্রাহকরা একটি ব্যাংকের কাছে শুধুমাত্র তাদের অর্থই বিনিয়োগ করেন না তারা পরিপূর্ণভাবে সেই অর্থের সুরক্ষার জন্য আস্থাও রাখেন। এই আস্থার প্রতি সম্মান রক্ষা করা ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। এবি ব্যাংক লিমিটেড দেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে দেশের মানুষের সামনে বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তারই পথ ধরে পরবর্তীকালে দেশে বেসরকারি ব্যাংকিং সেক্টর বিনিয়োগ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশে তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আশা করি, গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার ও এবি ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মানের যে সুউচ্চ ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে তা অটুট থাকবে চিরকাল।

মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার

চেয়ারম্যান
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

বাণী

ত্রিশ বছর পূর্তিতে এবি ব্যাংকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। এই আনন্দের ক্ষণে আমরাও এবি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আর সবার মতই আনন্দিত, তাদের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

একজন গ্রাহকের কাছে ব্যাংক শুধু সঞ্চয়, মুনাফা ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্র নয়- প্রতিষ্ঠানটিকে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। হয়ে উঠতে হয় আস্থার প্রতীক। এবি ব্যাংক লিমিটেড দেশে বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি মানুষের সেই আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই পথেই পরবর্তী সময়ে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং খাতে এবি ব্যাংক সেবা প্রদানে সবসময় আধুনিক বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করেছে। তাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আসিফ ইব্রাহিম

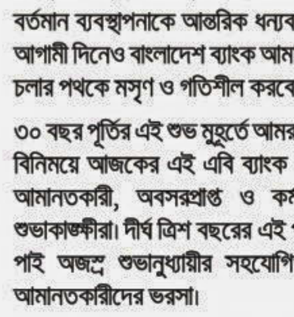

সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

বাণী

ত্রিশ বছর পূর্তিতে এবি ব্যাংকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। এই আনন্দের ক্ষণে আমরাও এবি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আর সবার মতই আনন্দিত, তাদের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

একজন গ্রাহকের কাছে ব্যাংক শুধু সঞ্চয়, মুনাফা ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্র নয়- প্রতিষ্ঠানটিকে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। হয়ে উঠতে হয় আস্থার প্রতীক। এবি ব্যাংক লিমিটেড দেশে বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি মানুষের সেই আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই পথেই পরবর্তী সময়ে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং খাতে এবি ব্যাংক সেবা প্রদানে সবসময় আধুনিক বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করেছে। তাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আসিফ ইব্রাহিম

প্রেসিডেন্ট
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

বাণী

এবি ব্যাংক লিমিটেডের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের মুহূর্তে জানাই অভিনন্দন। ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবি ব্যাংক লিমিটেড অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আগামীতে এবি ব্যাংক লিমিটেড তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পুঁজিবাজার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবি ব্যাংকের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে দেশের পুঁজিবাজারে ব্যাংকটির লগ্নি ও সেবা প্রদান গ্রাহকবান্ধব। এবি ব্যাংক পুঁজিবাজারে তাদের শেয়ার হোল্ডারদের প্রতি বছর নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। তাদের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবসা পরিচালনার জন্যই এটা সম্ভব হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

আমি এবি ব্যাংক লিমিটেডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ রকিবুর রহমান

প্রেসিডেন্ট
দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

বাণী

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুগান্তকারী অবদান রাখায় এবি ব্যাংক লিমিটেডকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এবি ব্যাংকের ত্রিশ বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার প্রত্যাশা ব্যাংক আগামী দিনগুলিতে আরও সফলতার ধারা অব্যাহত রাখবে।

এবি ব্যাংক লিমিটেড তার কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে আসছে। ব্যবসায়ীদের যথাযথ ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানে এবি ব্যাংকের দক্ষ কর্মকর্তারা সবসময় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতে শিল্প সম্প্রসারণে, উদ্যোক্তাদের জটিলতামুক্ত ঋণ প্রদানে তাদের অবদান ব্যবসায়ীরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। আজকের এই দিনে তাই ব্যবসায়ী, এবি ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১২ এপ্রিল ২০১২, ত্রিশ বছর পূর্তির এই শুভলগ্নে এবি ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোর্শেদ মুরাদ ইব্রাহিম

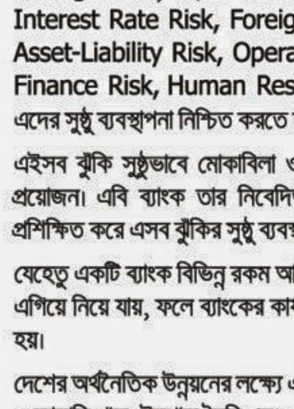

প্রেসিডেন্ট
মেট্রোপলিটান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ঢাকা

বাণী

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুগান্তকারী অবদান রাখায় এবি ব্যাংক লিমিটেডকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এবি ব্যাংকের ত্রিশ বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার প্রত্যাশা ব্যাংক আগামী দিনগুলিতে আরও সফলতার ধারা অব্যাহত রাখবে।

এবি ব্যাংক লিমিটেড তার কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে আসছে। ব্যবসায়ীদের যথাযথ ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানে এবি ব্যাংকের দক্ষ কর্মকর্তারা সবসময় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতে শিল্প সম্প্রসারণে, উদ্যোক্তাদের জটিলতামুক্ত ঋণ প্রদানে তাদের অবদান ব্যবসায়ীরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। আজকের এই দিনে তাই ব্যবসায়ী, এবি ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১২ এপ্রিল ২০১২, ত্রিশ বছর পূর্তির এই শুভলগ্নে এবি ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোর্শেদ মুরাদ ইব্রাহিম

প্রেসিডেন্ট
চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

এবি ব্যাংক লিমিটেডের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আর্থিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এবি ব্যাংক লিমিটেড পুঁজিবাজারেও সুনামের সঙ্গে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ১৯৮৩ সালে পুঁজিবাজারেও তালিকাভুক্তির পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে। এই অব্যহত প্রচেষ্টা বিনিয়োগকারীদেও প্রতি ব্যাংকটির দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে।

প্রযুক্তিনির্ভর এবং উদ্ভাবনীয় ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবি ব্যাংক লিমিটেড অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমি আশা করবো এসকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি এ ব্যাংটি একটি উঁচুমানের কর্পোরেট গভর্নেন্সের উদাহরণ সৃষ্টি করবে। আগামীতে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাংকটি তাদের অগ্রগতির এই ধারাকে সুনামের সঙ্গে অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশাবাদী। এবি ব্যাংক লিমিটেডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আল মারুফ খান, এফসিএ

প্রেসিডেন্ট
মেট্রোপলিটান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ঢাকা

বাণী

দেশের শিল্পোন্নয়নে এবি ব্যাংক লিমিটেড ঋণ প্রদান ও কার্যকরী সহায়তা দিতে সবসময় সাহসী ভূমিকা পালন করে চলেছে। যা দেশের বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ত্রিশ বছর পূর্তির এই সন্ধিক্ষণে এজন্য এবি ব্যাংক লিমিটেডকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

প্রযুক্তিগত দ্রুত পরিবর্তন, বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনশীল গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, দেশীয় শিল্প বিকাশের চ্যালেঞ্জ ও ঋণ প্রদানের চাহিদা মোকাবেলা করে এবি ব্যাংক লিমিটেড তার অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রেখেছে।

এবি ব্যাংক বিগত ত্রিশ বছরে সফলতার সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে দায়িত্বের সঙ্গে ভূমিকা পালন করে চলেছে। একইসঙ্গে দেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে এবি ব্যাংক এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেইসাথে যারা এবি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন, তারা বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবিধ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

এবি ব্যাংকের ত্রিশ বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত সকল গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি এবি ব্যাংক লিমিটেডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ খান চৌধুরী)